দৈনিক সংবাদ

DEC. 22 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭/২ কলাম ...৩...

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে নানা জটিলতা

মধ্য জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছবে কি?

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ১লা জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে সাড়ম্বরে নতুন বছরের বই-বিতরণ উদ্বোধনের পূর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও মধ্য জানুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ১৩টি প্রেসের জালিয়াতি ছাড়াও ভুল-ত্রুটিযুক্ত পজেটিভ সরবরাহের কারণে এ সংশয় দেখা দিয়েছে।

গতকাল ছুটির দিনে সকালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড অফিসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের উপস্থিতিতে বোর্ডের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতৃস্থানীয়দের বৈঠকে আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই সরবরাহের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বোর্ড সূত্র জানায়, এ সপ্তাহের মধ্যেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে।

তবে বোর্ডের অন্য একটি সূত্র জানায়, গত বছরের পুরনো বই বাজারজাত করার চেষ্টায় ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমাদানকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বোর্ডের একটি অসাধু চক্র চেষ্টা চালাচ্ছে বই সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটাতে। এছাড়া এ বছর দফায় দফায় ভুল ও নিম্নমানের পজেটিভ সরবরাহের কারণেও মুদ্রণ কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে সূত্র জানায়। সবকিছুর পর গতকালের বৈঠকের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময়মতো বই সরবরাহ নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে মধ্য জানুয়ারি পর্যন্ত।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, টেক্সটবুক বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা এখন ব্যস্ত। বৈঠকের পর বৈঠক করছেন সময়মতো বই সরবরাহকে সামনে রেখে।

সূত্র জানায়, গতকালের বৈঠকে জানানো হয়— ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে প্রাথমিক স্তরের ৪ কোটি ৭২ লাখ বইয়ের মধ্যে প্রায় ২ কোটি বই সরবরাহ করা হয়েছে। ঈদের বন্ধের কারণে এক সপ্তাহ বই পরিবহন বন্ধ ছিল। তবে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ২ কোটি বই সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে ৮টি সংশোধিত বইসহ বাকি বই সরবরাহ করা হবে। মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই ৩টি কিস্তিতে সরবরাহ করা হবে বলে বৈঠকে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১ম কিস্তিতে ১লা জানুয়ারির মধ্যে আবশ্যিক বইগুলো সরবরাহ করা হবে এবং ২য় কিস্তিতে ৭ই জানুয়ারির মধ্যে ঐচ্ছিক বিষয় এবং ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে ৩য় কিস্তিতে অবশিষ্ট ঐচ্ছিক ও সংশোধিত বই সরবরাহ করা হবে।

এদিকে অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, এবার দফায় দফায় ভুল ও নিম্নমানের পজেটিভ সরবরাহ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রেসগুলোতে। ফলে মুদ্রণ কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রেসগুলোকে অতিরিক্ত ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা প্লেট বাবদ খরচ করতে হচ্ছে।

কিস্তিতে বই সরবরাহ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু মুদ্রণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের এই প্রথা অনুযায়ী কিস্তিতে সরবরাহ করা হয়। কারণ মফস্বলের বই বিক্রেতারা এক সঙ্গে সব বই কিনতে পারেন না। এছাড়া শিক্ষা কারিকুলামে সংশোধনের কারণেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই কিস্তিতে সরবরাহ করার অন্যতম কারণ বলে তারা জানান।